মণ্ডলীর আদিযুগের ইতিহাস

রেভা. ইকমান কীম

ভূমিকা- মণ্ডলী ইতিহাস অধ্যয়ন

১। খ্রীস্টধর্ম এবং ইতিহাসের উপলব্ধি

(১) কেন?

(২) কীভাবে?

২। *Historie Vs Geschichite*

৩। এক নজরে মণ্ডলীর ইতিহাস

(১) আদি মণ্ডলী *(Early Church)*: খ্রীস্টের জন্ম থেকে মহান গ্রেগরী পর্যন্ত (১-৫৯০ খ্রীস্টাব্দ)

(২) মধ্যযুগীয় মণ্ডলী *(Medieval Church)*: ১ম গ্রেগরী থেকে মণ্ডলী সংস্কার পর্যন্ত (৫৯০-১৫১৭ খ্রী.)

(৩) মণ্ডলী সংস্কারের যুগ *(The Reformation)*: ১৫১৭-১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দ

(৪) আধুনিক মণ্ডলী *(Modern Church)*: ১৬৪৮-বর্তমান

৪। **মণ্ডলীর ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য** *(Features of Church History)*

(১)

(২)

(৩)

(৪)

শেষকথা

প্রধান বিষয়বস্তু

১। খ্রীস্টধর্মের প্রসার *(Spread of Christianity)*

১। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের প্রস্তুতি *(Providential Preparation)*:

"কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হলে ঈশ্বর নিজের কাছ থেকে নিজের পুত্রকে প্রেরণ করলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হলেন . . . " (গালাতীয় ৪:৪)

(১) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট *(Political factor)*

(২) যোগাযোগ ব্যবস্থা *(Transportation factor)*

(৩) ভাষাগত সুবিধা *(Linguistic factor)*

(৪) নৈতিক উপাদান *(Moral factor)*

(৫) সামাজিক প্রেক্ষাপট *(Social factor)*

২। গ্রিক-রোমীয় প্রেক্ষাপট *(Greco-Roman background)*

৩। গ্রিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট *(Hellenistic Background)*

৪। ইহুদি প্রেক্ষাপট *(Jewish Background)*

৫। রোমীয় সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্ম *(Religions of theRoman Empire)*

শেষকথা

২। জীবিত সাক্ষ্যমর (খ্রীস্টীয় শহীদ)

১। ইহুদি তাড়না *(Jewish Persecution)*

২। রোমীয় তাড়না *(Roman Persecution)*

কাল: ৬০ দশক থেকে ৩২০ দশক

(১) নীরো *(Nero)* **(৬০ দশক)**

ক। পিতর ও পৌল

খ। *Quo Vadis? by Henryk Sienkiewicz*

(২) ডোমিসিয়ান *(Domitian)*, **ট্রাজান** *(Trajan)*, **হাদ্রিয়ান** *(Hadrian)*
(১ম শতাব্দীর শেষাংশ ও ২য় শতাব্দীর প্রথমাংশ)

ক। সাক্ষ্যমর ইগনেসিয়াস (আনুমানিক ১১০ খ্রী.): ট্রালিয়ানের প্রতি পত্র, রোমীয়দের প্রতি পত্র

(৩) আনতিনিয়াস পায়াস, মার্কাস অ্যারেলিউস (২য় শতাব্দীর মধ্য ভাগ)

ক। সাক্ষ্যমর পলিকার্প (১৫৫ খ্রী.): পার্পেচিয়া এবং পলিকার্প: দুই সাক্ষ্যমর নায়ক

খ। জাস্টিন মার্টির (১৬৩ খ্রী.)

(৪) সেপ্টিমিউস সেভেরুস (৩য় শতাব্দার প্রাথমাংশ)

ক। ওরিগেনের পিতা সাক্ষ্যমর লিওনিদাস *(Leonidas)*

খ। সাক্ষ্যমর পার্পেচুয়া *(Perpetua)* ও ফেলিসিটাস *(Felicitas)* :
পার্পেচিয়া এবং পলিকার্প: দুই সাক্ষ্যমর নায়ক

(৫) ডেসিউস *(Decius)*, **ভেলেরিয়ন** *(Valerion)* **(৩য় শতাব্দীর মধ্য ভাগ)**

ক। প্রথম সাম্রাজ্য- বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ তাড়না (২৫০ খ্রী.)

খ। ওরিগেনের *(Origen)* প্রতি অত্যাচার; সাক্ষ্যমর কিপ্রিয়ান *(Cyprian)*

(৬) ডায়োক্লেটিয়ন *(Diocletian)* **(৪র্থ শতাব্দীর প্রথমাংশ)**

ক। সেবাস্টের *(Sebaste)* ৪০ জন সাক্ষ্যমর

খ। খ্রীস্টধর্ম ও রোমীয় পৌত্তলিকতার মধ্যে শেষ চরম দুর্ধর্ষ লড়াই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টধর্মের বিজয়কে স্বীকৃতি দান।

(৭) বিভিন্ন কারণ *(The reasons)*

(৮) ক্যাটাকোম্ব *(Catacombs)*

শেষকথা

৩। বিভিন্ন বিশ্বাসপক্ষসমর্থনকারী *(The Apologists)*

১। ক্লেমেন্ট *(Clement)*

২। ইগনেসিয়াস *(Ignatius)*

৩) পলিকার্প *(Polycarp)*

৪। পাপিয়াস *(Papius)*

৫। জাস্টিন *(Justin)*

৬। বিশ্বাসপক্ষসমর্থনকারীদের ঈশতত্ত্ব *(Theology of the Apologists)*

৪। মণ্ডলীর আদি পিতারা *(The Early Church Fathers)*

১। গ্রিকদের মধ্যে মণ্ডলীর আদি পিতারা *(The Greek Church Fathers)*

(১) ই. ইরেনিয়াস *(E. Irenaeus)* (১৩০-২০০ খ্রী.): মিশনারী বিশপ (গাউলের লীয়ন) *(Lyon in Gaul)*

ক। ভ্রান্ত-শিক্ষাকদের বিরুদ্ধে *(Against Heresies)*

ইরেনিয়াস: ‘‘আমি লেখালেখি অনুশীলন করিনি, কিংবা অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রশিক্ষণও লাভ করিনি, কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এই সমস্ত (মিথ্যা) শিক্ষার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আমাকে উৎসাহিত করে। এগুলি আজ পর্যন্ত গোপন ছিল, কিন্তু এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রকাশ পেয়েছে।

খ। বাইবেল ভিত্তিক (চুক্তির) ঈশতত্ত্ব

(২) ওরিগেন *(Origen)* (১৮৫-২৫৪ খ্রী.)

ক। সেলসাসের বিরুদ্ধে *(Contra Celsum)*

খ। বাইবেলের ৬ অনুবাদের সংস্করণ *(Hexapla)*

গ। প্রথমিক নীতি সম্বন্ধীয় *(On first principles)*

(৩) আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট *(Clement of Alexandria)* (১৫০-২১৫ খ্রী.)

ক। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রশ্নোত্তরের বিদ্যালয় (প্যান্টানিউস, ক্লেমেন্ট, এবং ওরিগেন) *(Catechetical school of Alexandria (Pantaenus, Clement, Origen)*

খ। মেষপালক *(Shepherd of tender youth)*

২। ল্যাতিন মণ্ডলীর বিভিন্ন পিতা *(Latin Church Fathers)*

(১) তার্তুলিয়ন *(Tertullian)* (১৫৫-২২৫ খ্রী.): প্রথম ল্যাতিন ঈশতাত্ত্বিক

ক। মতবাদ সম্বন্ধীয় লেখনী *(Writings on doctrines)*:

তার্তুলিয়ন: ''ঈশ্বরের পুত্র ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন; এর জন্য মানুষের লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজনে আমি লজ্জিত নই। আবার ঈশ্বরের পুত্র মারা গেলেন; বিষয়টি উদ্ভট হবার কারণে সর্বথা বিশ্বাস করতে হবে। আবার তিনি কবরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ও পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, এই ঘটনা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যেহেতু তা অসম্ভব।

খ। খ্রীস্টীয় জীবন সম্বন্ধে লেখনী *(Writings on Christian Life)*:

তার্তুলিয়ন: যে সহনশীলতার স্বাস্থ্যের অধিকারী আমি নই, সে বিষয়ে আমার উচিৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলা ও চীৎকার করা। আমাদের প্রভু নিজেকে 'প্রথা' নয় কিন্তু 'সত্য' নামে অভিহিত করেছেন।

(২) কিপ্রিয়ন *(Cyprian)* (২০০-২৫৮ খ্রী.)

ক। সাক্ষ্যসমূহ *(Testimonies)*

কিপ্রিয়ন: ''কিন্তু নতুন জন্মের জলের দ্বারা শৈশবের বৎসরগুলির দাগ মুছে গেছিল; আর আমার ক্ষমাপ্রাপ্ত হৃদয়ে ঊর্ধ্ব থেকে প্রশান্ত ও নির্মল এক জ্যোতি নেমে এসেছিল। স্বর্গ থেকে আত্মার নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আমার দ্বিতীয় জন্মের পর আমাকে নুতন মানুষে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর যা একদিন সন্দেহের বিষয় ছিল, তা বিস্ময়কর পদ্ধতিতে আমাকে নিঃশ্চয়তা দিয়েছিল; যা এতদিন গোপন ছিল, তা প্রকাশিত হল; যা অন্ধকারাবৃত ছিল, তা আলোকিত হল; যা এতকাল কঠিন ছিল, তার চেষ্টা করা হল; যা এতকাল অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, তা সাধন করা সম্ভব হয়েছিল।

খ। বিশপের ভূমিকা

গ। সাক্ষ্যমরের মৃত্যু *(Martyrdom)*

শেষকথা

৫। বিশ্বাসের ভূমিকা: সঠিকশিক্ষা *(Orthodoxy)* এবং ভ্রান্তশিক্ষা *(Heresy)*

১। জ্ঞানবাদ *(Gnosticism)*

(১) প্রাথমিক ধারণাসমূহ

ক। দ্বৈতবাদ *(Dualism)*

খ। খ্রীস্ট আমাদের ‘‘যমজ ভাই’’ *(twin brother)*

গ। গোপনীয়তার মাধ্যমে পরিত্রাণ *(secret)*

২। মার্সিয়নবাদ *(Marcionism)*

(১) খ্রীস্টধর্ম, জ্ঞানবাদ ও ছদ্মবেশবাদের *(Docetism)* **সংমিশ্রণ**

(২) মার্সিয়নের ‘‘বাইবেল’’: পুরাতন নিয়মের সমস্ত পুস্তককে বাদ, পৌলের ১০টি পত্র, এবং ‘‘পরিশোধিত’’ লূক লিখিত সুসমাচার

৩। মন্টানুসবাদ *(Montanism)*

(১) পবিত্র আত্মার "অসাধারণ" কাজের উপর জোর (অলৌকিক কাজ ও ভাববাণী)

(২) "শেষের সময়ের" উপর জোর

(৩) পবিত্রতা ও মাণ্ডলিক শৃঙ্খলার উপর জোর

৪। রাজতান্ত্রিক মতবাদ *(Monarchianism)*

(১) সক্রিয় রাজতান্ত্রিক মতবাদ *(Dynamic Monarchianism)*

(২) প্রণালীবাদের রাজতন্ত্রবাদ *(Modalistic Monarchianism)*

শেষকথা

৬। পথকে নির্দিষ্ট করার জন্য : ক্যানন, বিশ্বাসসূত্র, এবং বিশপ

১। ক্যানন *(Canon)*

২। বিশ্বাসসূত্র *(Creed)*

৩। বিশপ *(Bishops)*

শেষকথা

৭। সংশোধিত জীবন: মণ্ডলীর আদিযুগের বিশ্বাসী

৩১৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে

১) মণ্ডলী

২) খ্রীস্টীয় জীবন

৩১৩ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী কালে

১) মণ্ডলী

২) খ্রীস্টীয় জীবন

৮। খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব

১। আরিউসবাদের চ্যালেঞ্জ *(The Challenge of Arianism)*

(১) আরিউস (২৫০-৩৩৬ খ্রী.) *(Arius)*

(২) খ্রীস্ট ছিলেন ‘‘তৃতীয় বিষয়” এবং ‘‘তিনি ছিলেন না, এমন (সময়) ছিল।” আরিউসবাদে বিশ্বাসী একটি গানের কথা: ‘‘আলেকজান্দ্রিয়ার আরিউস, আমি শহরের সকলের মুখে মুখে, আমি বিশ্বাসীদের বন্ধু, স্বর্গের মনোনীত, শিক্ষা ও খ্যাতিতে পূর্ণ; আপনি যদি বাক্য-সম্বন্ধীয় *(logos)* মতবাদ পেতে চান, আমি তা আপনাকে গরম গরম পরিবেশন করতে পারি, ঈশ্বর তাঁকে জন্ম দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্মের পূর্বে তিনি ছিলেন না।”

(৩) ‘‘যা মানুষ নয় এমন বিষয়ে, যা ঈশ্বর নয় এমন বিষয় দেহায়িত হয়েছিল। (জে. সি. ওয়াণ্ড)

২। অ্যাথানেসিয়াস *(Athanasius)*

৩। ১ম নাইসিয়া সম্মেলন (৩২৫ খ্রী.) *(The Council of Nicea)*

(১) বিশ্বাসসূত্র *(The Creed)* : আমরা এক ঈশ্বরের বিশ্বাস করি, যিনি সর্বশক্তিমান পিতা, দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা; এবং তাঁর পুত্র, একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীস্টে, যিনি তাঁর পিতা থেকে জাত, কেবল জাত, তাই পিতার সঙ্গে একই প্রকৃতি বা সারবস্তুর *(ousia)* অধিকারী, ঈশ্বরের ঈশ্বর, জ্যোতির জ্যোতি, সত্য ঈশ্বরের সত্য ঈশ্বর; তিনি সৃষ্ট নন, কিন্তু জাত; পিতার সঙ্গে অভিন্ন প্রকৃতি বা সারবস্তুর *(homo-ousios)* অধিকারী, তাঁর দ্বারা স্বর্গ ও স্বর্গের নিচে সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি মানুষ আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন, মাংসে মূর্তিমান হয়ে মানুষ হয়েছিলেন, দুঃখভোগ করলেন ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন; স্বর্গে আরোহন করলেন, জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আসবেন।”

৯। তিনজন ঈশতত্ত্ববিদ এবং একটি মণ্ডলী সম্মেলন

১। মহান ক্যাপাডোসিয়ানরা *(The Great Cappadocians)*

(১) **গ্রিক গোঁড়ামির স্বর্ণ-যুগ** *(The Golden Age of Greek Orthodoxy)* **:** কৈসরিয়ার বাসিল *(Basil of Caesarea)* এবং নীসার গ্রেগরী *(Gregory of Nyssa)* ভ্রাতৃদ্বয় (এবং তাদের বোন মার্সিনা) এবং তাদের বন্ধু নাজিয়ানজুসের গ্রেগরী *(Gregory of Nazianzus)*

(২) **ত্রিত্বের রহস্য** *(The mystery of the Godhead)*

ক। ‘‘ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসীম হওয়ায়, তাঁর বিষয় সমীম মন যত বেশি জ্ঞান লাভ করে, তত বেশি সে তার অজ্ঞতা উপলব্ধি করে,” ‘‘ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে, আমরা যখন তাঁর সারাংশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, যখন তা হল নীরব থাকার সময়। কিন্তু যখন তাঁর কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়, তখন তা হল কথা বলার সময়।” - নীসার গ্রেগরী

খ। ঈশ্বরের জাত হওয়াকে নীরবতার সঙ্গে সম্মান জানাতে হবে। তিনি যে জাত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ হল আমাদের পক্ষে এক মহান উপলব্ধি। কিন্তু তিনি কীভাবে জাত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কল্পনা করা স্বগর্দূতদের পক্ষেও সম্ভব নয়, আমাদের পক্ষে তার সম্ভাবনা আরও কম।” নাজিয়ানজুসের গ্রেগরী

২। পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব *(The deity of the Holy Spirit)*

(১) **কৈসরিয়ার বাসিলের দ্বারা পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে উক্তি**

৩। যীশুর সম্পূর্ণ মানব-প্রকৃতি *(Complete humanity of Jesus)*

(১) ‘‘যা তিনি ধারণ করেননি, তিনি আরোগ্য করেননি; কিন্তু তাঁর ঈশ্বর-প্রকৃতির সঙ্গে যা সংযুক্ত হয়েছিল, তা মুক্তি পেয়েছে।” - নাজিয়ানজুসের গ্রেগরী

৪। দরিদ্রদের প্রতি সেবা

(১) আসুন, আমরা ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ও প্রাথমিক বিধানকে বাস্তবে প্রয়োগ করি। তিনি ধার্মিক ও অধার্মিক সমস্ত মানুষের উপর একই ভাবে বৃষ্টি পাঠিয়ে থাকেন, সৃষ্টির সমস্ত জীবের প্রতি তিনি বিস্তৃত পৃথিবী, ঝরনা, নদী, ও অরন্য দিয়েছেন, . . . জীবনের সমস্ত প্রাথমিক প্রয়োজন তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করেছেন, তা তিনি বিধানের দ্বারা সীমিত করেননি, সীমার দ্বারা ভাগ করেননি, কিন্তু পর্যাপ্ত ও পূর্ণ মাত্রায় সাধারণ ভাবে সকলকে দিয়েছেন।- নাজিয়ানজুসের গ্রেগরী

৫। কন্স্টানটিনোপলের সম্মেলন (৩৮১ খ্রী.) *(The Council of Constantinople)*

(১) পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব: “ প্রভু, জীবন দাতা, পবিত্র আত্মা, যিনি পিতা থেকে প্রবাহিত, তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সমান ভাবে আরাধনা ও গৌরব পাবার যোগ্য।”

ক। পিতা থেকে পুত্র “জাত” *(begotten)* (নাইসিয়া)

খ। পিতা থেকে পবিত্র আত্মা “প্রবাহিত” *(proceeds)* (কন্স্টানটিনোপল)

(২) সাধারণ ভাবে যা “নাইসিয়া সূত্র” *(Nicene Creed)* **নামে পরিচিত, তাকে কন্স্টানটিনোপলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।**

(৩) অ্যাথানেসিয়ান বিশ্বাস-সূত্র *(Athanasian Creed)* **হল প্রথম পাঁচ শতাব্দী থেকে ত্রিত্ব সম্বন্ধীয় গোঁড়া মতবাদের সারাংশ।**

১০। দুটি সম্পূর্ণ, নিখুঁত এবং পৃথক ব্যক্তিত্ব: চ্যালসেডনের সম্মেলন

১। নাইসিয়া সম্মেলনের পরে খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিতর্ক *(Christological Debate)*

(১) আরিউসবাদের প্রাধান্য ও ক্রমশ গ্রাস *(Arian ascendancy and gradual eclipse)*

(২) গোঁড়া মতবাদ *(The Orthodox)*

ক। খ্রীস্ট সম্পূর্ণ ঈশ্বর

খ। কিন্তু নাসরতীয় যীশুর এক ব্যক্তিত্বে তাঁর ঈশ্বর-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি কীভাবে সংযুক্ত?

২। দুই-প্রকৃতির বিতর্ক *(The Two Nature Debate)*

(১) অ্যাপোলিনারিস্‌বাদ *(Apollinarianism)* : খ্রীস্টের ঈশ্বর-প্রকৃতিকে সরিয়ে রাখার জন্য তাঁর মানব-দেহ আধার বা পাত্রের ন্যায় কাজ করেছে (যেমন খামের মধ্যে একটি চিঠি থাকে)।

ক। কন্‌স্টানটিনোপলের সম্মেলনে (৩৮১ খ্রী.) একে বর্জন করা হয়, এবং এতে খ্রীস্টের সত্য ও পূর্ণ মানব-প্রকৃতি স্বীকার করা হয়।

(২) আন্তিয়খিয়া ও আলেকজান্ড্রিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

(৩) নেস্টোরিউসবাদ : খ্রীস্টের ঈশ্বর-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি পাশাপাশি অবস্থান করে (তেল ও জলের ন্যায়)।

(৪) ইউটীকেস্‌বাদ: খ্রীস্টের ঈশ্বর-প্রকৃতি তাঁর মানব-প্রকৃতিকে গ্রাস (শোষণ) করেছিল (দ্রাক্ষারস ও জলের ন্যায়)।

৩। চ্যালসেডনের সম্মেলন (মহাসভা) *(Council of Chalcedon)*

(১) দুই প্রকৃতি: নিখুঁত ও সম্পূর্ণ (অ্যাপোলিনারীস্‌বাদের বিপক্ষে)

ক। অমিশ্রিত ও অপরিবর্তিত (ইউটীকেস্‌বাদের বিপক্ষে)

খ। অবিভক্ত ও অবিচ্ছিন্ন (নেস্টোরিউসবাদের বিপক্ষে)

(২) এক ব্যক্তিত্বে: দুই প্রকৃতির মিলন ছিল প্রাথমিক ও সুদৃঢ় *("hypostatic")*

১১। সমস্যা: খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে পাপ

১। **সমস্যার কেন্দ্রীকরণ**: ডেসিউসের তাড়নার পর (২৫০ খ্রী.) সত্যভ্রষ্টদের *(the Lapsed)* প্রতি ব্যবহার

(১) **"বিশ্বাস-স্বীকারকারীদের" তাৎপর্য** *(Confessors)*

(২) **নোভাটিয়ানদের** *(Novatians)* **কঠোরতা বা প্রচণ্ডতা (রোমের বিশপের একজন বিপক্ষ ছিলেন নোভাটিয়ান)**

(৩) **কিপ্রিয়ানের** *(Cyprian)* **অবস্থান (কার্থেজের বিশপ)** *(Bishop of Carthage)*

ক। বিচ্ছিন্তাবাদ *(separatism)* গ্রহণযোগ্য নয়- "মণ্ডলীর বাইরে পরিত্রাণ নেই"

খ। "সত্য" মণ্ডলীর বাইরের বাপ্তিস্ম বৈধ নয়

গ। মণ্ডলীর ঐক্য ও শুদ্ধতার চাবিকাঠি (প্রধান ব্যক্তি) হলেন বিশপ

ঘ। সত্যভ্রষ্ট যাজকের প্রতি আরও কঠোর ব্যবহার

ঙ। সত্যভ্রষ্ট সাধারণ বিশ্বাসীকে যত্নের দ্বারা পুনরায় গ্রহণ

চ। কোনও অযোগ্য পরিচর্যাকারীর দ্বারা যদি মাণ্ডলিক সংস্কার পালন করা হয়, তাহলে তার কোনও কার্যকারিতা নেই

কিপ্রিয়ান *(Cyprian)*: "খ্রীস্টের বিধান যেখানে লঙ্ঘন করা হয়, সেখানে খ্রীস্টের আত্মা থাকতে পারেন না; আর ঈশ্বর কোনও অপরাধী পালকের প্রার্থনা শোনেন না।"

২। **সমস্যা ঘনীভূত হল**: ডায়োক্লেটিয়নের তাড়নার (৩০৩ খ্রী.) পরে "বিশ্বাসঘাতকদের" প্রতি ব্যবহার

(১) **উত্তর আফ্রিকায় ডোনাটুস্‌বাদের উত্থান (৩১২)** *(Donatism)*

ক। "বিশুদ্ধ" মণ্ডলীর উপর জোর- "সাক্ষ্যমরদের মণ্ডলী"

খ। আমূল সংস্কারকারমী ডোনাটুস্‌বাদ: সারকামসেলিয়ন

(২) **অগস্টিনের দৃষ্টিকোন** *(Augustine's View)*

ক। **দৃশ্যগ্রাহ্য মণ্ডলী** *(visible church)* নিখুঁত নয়, কিন্তু তা হল **যাত্রিকের মণ্ডলী** *(pilgrim church)*

খ। **ডোনাটুস্‌বাদীদের** *(Donatists)* ধ্বংসমূলক কঠোরতার বিরুদ্ধে মণ্ডলীর ঐক্য রক্ষা করতে হবে . . .

অগস্টিন (কিপ্রিয়নকে উদ্ধৃত করে): "যদি কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে সে করুণাসহকারে অন্যের সংশোধন করুক . . . "